দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 09 DEC 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... [illegible] ...

জাতীয় শিক্ষানীতি এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শ

হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল

দীর্ঘ একুশ বছর পর দেশে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রসঙ্গটি জোরালোভাবে আলোচিত হচ্ছে। সরকারিভাবে বলা হয়েছে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার কথা। এ লক্ষ্যে প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও গঠিত হয়েছে। হয়তোবা তাঁরা কিছুটা অগ্রসরও হয়েছেন। আর এসবই সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে, মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব-দানকারী দল আওয়ামী লীগ আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন। যে কোন কারণেই হোক সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন জনগণের মনে কিছুটা আশাবাদেরও সঞ্চার হয়েছে।

সাদামাটাভাবে হিসেব করলে মনে হবে, জাতি খুব শিগগিরই একটা সেক্যুলার গণমুখী শিক্ষানীতি পেতে যাচ্ছে; কিন্তু বাস্তবে কি কাজটি একেবারে কুসুমাস্তীর্ণ? এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে। ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ঘোষণা ইতোমধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠীকে তৎপর করে দিয়েছে। '৭১ এবং '৭৫-এর ঘাতক ফ্যাসিস্ট চক্র তাই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিক্ষানীতি প্রণয়নের ঘোষণায়শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আর তারই সূত্র ধরে ঐ রাজাকার আলবদর আল শামস-এর প্রেতাত্মারা ডঃ খুদা কমিশন নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং বিভিন্ন রকম অপতৎপরতায় মেতে উঠেছে। দেশের অন্যতম প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা 'ইনকিলাব'সহ 'আল মোজাদ্দেদ' 'এবং' 'সংগ্রামে' ধারাবাহিকভাবে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সম্পর্কে বিভিন্ন মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে। সরকারের উদ্যোগে দেশের তাবৎ ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করার আয়োজন চলছে, আরবী পাঠ বন্ধ করে দেয়া হবে। ইসলামি শিক্ষা সংকুচিত করা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ঘাতক ইসলামী ছাত্র শিবির ইতোমধ্যেই কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক প্রচারে নেমেছে। তারা দেশের সমগ্র মুসলমানকে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং পাঠ্যপুস্তকে ইসলামি পরিভাষা রক্ষা করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে বলছে। এভাবে খুবই সুকৌশলে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে একটি বিতর্কিত ইস্যুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চলছে। যদিও আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনসমূহ এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোসহ দেশের জাতীয় দৈনিকগুলো যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করছে না, যতটা না প্রতিক্রিয়াশীলরা করছে। ফলে দেশে চরম দক্ষিণপন্থী, মৌলবাদী, ফ্যাসিস্টদের প্রচারণাই জোরদার হচ্ছে, যা আমাদের জাতির জন্য অশুভ পরিস্থিতি ডেকেআনতেপারে।

ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য প্রায়োগিক বিষয় নিয়ে দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর [illegible] থাকলেও এই কমি[illegible] শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নিয়ে যে ঘোষণা দেয়া আছে তাতে কারো দ্বিমত নেই। অন্তত এই জায়গাটিতে একটি বৃহৎ জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত আছে; যার বাস্তব প্রতিফলন এ মুহূর্তে খুবই জরুরি। খুদা কমিশনের এই অধ্যায়টিতে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা '৭২-এর সংবিধানের চার মূলনীতি, দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবতা ও বিশ্ব নাগরিকত্ব সম্পর্কে যে ঘোষণা দেয়া আছে তার বাস্তব প্রয়োগ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ঘটলে এদেশ, আরো একশ' বছর এগিয়ে যাবে একথা যেকোন সচেতন ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। আর এ কারণেই দেশের শত্রুরা খুদা কমিশনের ধ্যান-ধারণাকে নস্যাৎ করতে বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সময় বদলেছে। ১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বরের যে ক্ষণটিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় শিক্ষা কমিশন উদ্বোধন করেন, তার সাথে আজকের বিশ্ব ও জাতীয় পরিস্থিতির ফারাক অনেকখানি। সেদিনের ক্ষমতাসীন দল যে রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শ দ্বারা দেশ পরিচালনা করতে চেয়েছিল বর্তমানের ক্ষমতাসীন দল সে ভাবাদর্শ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। এই দূরে সরে যাওয়ার কারণ সরকারি দলের মতে নাকি নিতান্তই কৌশলগত ব্যাপার? কৌশল হোক কিংবা অন্য যেকোন কারণেই হোক টিকে থাকার প্রয়োজনে চলতি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেয়াটাই এক ধরনের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ। যার প্রভাব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরতে বাধ্য। কারণ যেকোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রধানত সে দেশের রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শ দ্বারা পরিচালিত ও বিকশিত হয়। আজ নিতান্তই টিকে থাকার প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পাস কাটিয়ে যদি বিশ্ব ব্যাংক, আই, এম, এফ -এর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়, তবে তা পাকিস্তানি ভাবধারার অনুসরণই হবে। একই দেশে মধ্যযুগীয় অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, ব্যয়বহুল কিন্ডারগার্টেন ও ক্যাডেট শিক্ষা সমান্তরালে চলতে থাকলে চেতনা, বুদ্ধি ও বৃত্তিতে জাতি বহুধাবিভক্ত হবেই। পরিপুষ্ট হবে বৃটিশ ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তানি আমলের সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল ধারা।

ডঃ কুদরত-ই খুদা কমিশনের রিপোর্টে "শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি" নামক অধ্যায়ে গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে "গণতন্ত্রে সমাজের সকলের সমন অধিকার ও কর্তব্য সর্বজন স্বীকৃত। এই অধিকারের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করা দরকার। মৌলিক মানবাধিকারের স্বরূপ, স্বাধীনতার সঠিক অর্থ, মানবসত্তার মর্যাদবোধ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কিভাবে নির্ধারিত হয় তার সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীদের মনে থাকা বিশেষ প্রয়োজন ---"।

তাছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুসমন্বিত মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলি বিকাশের কথাও এ শিক্ষা কমিশনে বলা হয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে, জাতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তিস্বরূপ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের কথা। ফলে সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থেই চলতি হাওয়ায় গা না ভাসিয়ে ডঃ খুদা কমিশনের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকেই বাস্তবে রূপ দিতে হবে। এতকালের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবাসস্থল মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে দূর করতে হবে সকল তালেবানি জঞ্জাল। দিতে হবে বিজ্ঞান আর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শিক্ষা। বন্ধ করতে হবে দফায় দফায় ছাত্র বেতন, শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি। দীর্ঘদিনের অনগ্রসর সমাজে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে; যাতে করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে। যেমনটি হয়েছিল '৭২-এর সংবিধানে। অন্যথায় অবহেলার ফলে যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্টি হবে সেটাই একদিন আমাদের গ্রাস করবে।